بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

উন্নত চরিত্রঃ حسن الخلق:

***রাসূল ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী, তিনি আমাদের নমূনাঃ**

عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن سعد بن هشام سألها فقال : يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق الرسول ﷺ ، قالت : أليس تقرأ القرآن ؟ قال : بلى ، قالت: فإن خلق نبي الله ﷺ كان القرآن) مسلم

অর্থাৎঃ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত একদা সা'আদ ইবনে হিশাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন; হে উম্মল মুমিনীন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুনঃ তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পড়োনা? তিনি বললেন, জি পড়ি, তিনি বললেনঃ আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রই হচ্ছে কুরআন। মুসলিম

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ سورة القلم ٤

অর্থাৎঃ " নিশ্চই তুমি উন্নত চরিত্রের অধিকারী"। সূরা ক্বালাম, ৪

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ سورة فصلت: ٣٣

অর্থাৎঃ " ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করে, সৎ কর্ম করে এবং বলেঃ আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তরর্ভুক্ত। " সূরা ফুস্সিলাত ৩৩

***উন্নত চরিত্রের নমুনাঃ**

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٦) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) ﴾ سورة الفرقان: ٦٣-٦٨

অর্থাৎঃ " 'রহমান' এর বান্দা তারাই যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলেঃ 'সালাম'। এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দ্যেশে। এবং তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি দূরীভুত করুন; নিশ্চয়ই ওর শাস্তি তো আকঁড়ে থাকার জিনিস। অবস্থান ও বসবাসের স্থান হিসেবে ওটা কত নিকৃষ্ট। আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যমপন্থায়। এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকে না; আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। " সূরা, ফুরকান ৬৩-৬৮

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢)﴾ سورة الفرقان: ٧٢

অর্থাঃ " আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা আসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় সম্মানের সাথে তা পরিহার করে চলে।" সূরা ফুরকান ৭২

﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)﴾ سورة لقمان: ١٧-١٩

অর্থাৎঃ " হে বৎস! নামায কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আপদে বিপদে ধৈর্যধারণ করবে, নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (১৭) (অহংকারবশে) তুমি মানষ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোন -

উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।(১৮) তুমি পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর করবে নিচু; স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। " সূরা লোকমান ১৭-১৯

***রাসূল এসেছিলেন উন্নত চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্যঃ**

রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق) رواه أحمد

অর্থাৎঃ ' আমাকে পাঠানো হয়েছে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দেওয়ার জন্য। আহমাদ

***মানুষের সাথে ভাল আচরণকরা আমাদের উপর ফরজঃ**

রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(اتق الله حيثما كنت ، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن) رواه الترمذي

অর্থাৎঃ' যেখানেই থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে। মন্দের পর ভাল কাজ করলে মন্দটা মিটিয়ে দেওয়া হয়। মানুষের সাথে উত্তম আচরোণ করবে। তিরমিযি

উন্নত চরিত্রের ফযিলতঃ

১-ঈমানের পূর্ণতা আসে উন্নত চরিত্রের মাধ্যমেঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً) رواه الترمذي

অর্থাৎঃ' পরিপূর্ণ মোমেন সেই যার চরিত্র উন্নত। তোমাদের মাধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে চরিত্রগত দিক দিয়ে স্ত্রীর নিকট উত্তম। তিরমিযি

২-উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে একজন মানুষ নফল নামায ও রোজার সমান নেকি অর্জন করে ঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم) أبوداود

রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল কোন কারণে মানুষ বেশি জান্নাতে যাবে?

(فقال: تقوى الله وحسن الخلق ، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال : الفم والفرج) الترمذي

৩-ক্বিয়ামতের দিন উন্নত চরিত্রের পাল্লাটা সবচাইতে বেশি ওজনশীল হবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(ما شيءٌ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ، وإن الله ليبغض الفاحش البذيءَ) الترمذي

***ভাল কাজ করা উন্নত চরিত্রের আলামতঃ**

রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس) مسلم

অর্থাৎঃ নেকীর কাজ উত্তম চরিত্রের পরিচয়, আর পাপ হচ্ছে, যা তোমার মনের জল্পনা কল্পনা এবং মানুষ তা জানুক সেটা তুমি পছন্দ করোনা। মুসলিম

***কিভাবে আপনি আপনার উন্নত চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাবেনঃ**

- দান খয়রাতের মাধ্যমে।

- হালাল রুযি উপার্জনের মাধ্যমে।

-নিষিদ্ধ কর্ম-কান্ড থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

- সর্বদা হাস্যজ্জোল থাকার মাধ্যমে।

- কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলার মাধ্যমে।

- সৎ কাজ করার মাধ্যমে।

- ধর্য্যধারণ করার মাধ্যমে।

-রাগ-গোস্বা ও হিংসা না করার মাধ্যমে।

وصلى الله تعالى علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إعداد وجمع/أفتاب الدين الحاج شمس الدين **সংকলনেঃ আফতাব উদ্দীন আলহাজ্ব শামসুদ্দীন**

المترجم/ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة بني تميم

অনবাদক/ ইসলামিক সেন্টার হাওতা বানী তামীম, রিয়াদ, সৌদিআরব